বাংলাদেশের সরকার ও শাসন কাঠামো

ইউনিট ৫

সরকার রাষ্ট্রের কান্ডারী স্বরূপ। সরকারের প্রকৃতির উপরই রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়। সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। মুক্তির এ সংগ্রামের মূল লক্ষ্য ছিল জনগণের মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থাও জনগণের দ্বারা পরিচালিত হবে। বাংলাদেশ একটি গণতান্ত্রিক, এককেন্দ্রিক ও সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার রাষ্ট্র, যার সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ, জনগণের সর্বোচ্চ কল্যাণ ও অংশগ্রহণ নিশ্চিতের উদ্দেশ্যে সরকার কাঠামো কেন্দ্রিয় ও স্থানীয়ভাবে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তবে সরকার প্রধানত তিনটি বিভাগের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। সেগুলি হলো আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। প্রত্যেক বিভাগের স্বতন্ত্র কার্যক্রম রয়েছে। এ ইউনিটে বাংলাদেশ সরকারের স্বরূপ, সরকারের আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ, বিচার বিভাগ, কেন্দ্রিয় প্রশাসন ও স্থানীয় প্রশাসন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ	
পাঠ-১: বাংলাদেশ সরকারের স্বরূপ	পাঠ-৮: বিচার বিভাগ ও আইনের শাসন
পাঠ-২: আইনসভা: জাতীয় সংসদ	পাঠ-৯: বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো
পাঠ-৩: জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি	পাঠ-১০: কেন্দ্রীয় প্রশাসন
পাঠ-৪: শাসন বিভাগের গঠন ও জবাবদিহিতা	পাঠ-১১: সচিবালয়: গঠন ও কার্যাবলি
পাঠ-৫: রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও কার্যাবলি	পাঠ-১২: বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন
পাঠ-৬: প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও কার্যাবলি	পাঠ-১৩: স্থানীয় প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সম্পর্ক
পাঠ-৭: বিচার বিভাগ	

পাঠ-৫.১ বাংলাদেশ সরকারের স্বরূপ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশ সরকারের ধরণ বলতে পারবেন।
- বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলি উল্লেখ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	শাসন ব্যবস্থা, কাঠামো, বিভাগ, নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য, মন্ত্রিসভা, পরামর্শ, সংবিধান

সরকার যে কোন দেশের শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। সরকারকে কেন্দ্র করে একটি রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। মূলত: রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধিত হয় সরকারের মাধ্যমে। আর এ কারণে সরকার ব্যতিত একটি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। রাষ্ট্র গঠিত হয় চারটি মূল উপাদানের সমন্বয়ে যেমন, নির্দিষ্ট ভূ-খন্ড, জনগণ, সরকার ও সার্বভৌমত্ব। এই চারটি উপাদানের একটি ব্যতিত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব অকল্পনীয়। তবে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান উপাদান হিসেবে সরকারের কাঠামো ও কার্য প্রণালীই একে গুরুত্বহ করে তোলে। এ কারণে সরকারকে কখনো কখনো দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক বলে আখ্যা দেয়া হয়। বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা কাঠামো ও কার্যগতভাবে কতগুলো বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছে। সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা এককেন্দ্রিক ও সংসদীয় কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ এই সরকার কাঠামোয় একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারই রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল সূতিকাগার হিসেবে আইন প্রণয়ন,বাস্তবায়ন ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিষয়ে ভূমিকা পালন করবে। সরকারের তিনটি অঙ্গ- আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। প্রতিটি অঙ্গ 'নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য' নীতির মাধ্যমে স্ব-স্ব ক্ষেত্রে কার্যকরি। একটি বিভাগ কখনও অন্য বিভাগের কার্যে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।

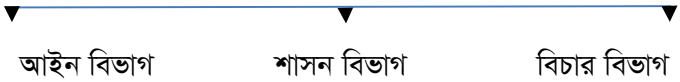

সংসদীয় সরকার কাঠামোর নিয়ম মেনে বাংলাদেশে জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সংসদকে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বিভাগ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। আইন অনুযায়ী শাসন বিভাগের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পদ হল রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী। এই সরকার ব্যবস্থায় একটি মন্ত্রিসভা থাকবে এবং বাংলাদেশ সংবিধানের ধারা ৫৫-র ৩ অনুসারে মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকবে।

শাসন বিভাগ

শাসন বিভাগের প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে প্রধানমন্ত্রীর হাতে। রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতি দেশের প্রতিনিধিত্ব করবে; কিন্তু সকল ক্ষেত্রে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ করতে হয়। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীপরিষদেরও প্রধান। মন্ত্রীপরিষদের সদস্যদের প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দান করেন। মন্ত্রীদের মধ্যে দায়দায়িত্ব বন্টন করেন প্রধানমন্ত্রী। সরকার প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী সরকার ব্যবস্থার প্রধান নীতিনির্ধারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তবে আইন বাস্তবায়নগত সকল ক্ষমতা শাসন বিভাগের এখতিয়ারে। বাংলাদেশের শাসন বিভাগ এর ব্যাপ্তি সমুন্নত রেখেছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদ থেকে একেবারে তৃণমূল পযায় পর্যন্ত। এ কারণে সরকারের এই বিভাগটির মাধ্যমেই রাষ্ট্রের সকল স্তরে আইন বাস্তবায়ন সম্ভব হয়।

আইন বিভাগ

বাংলাদেশ সরকারের আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন, পরিবর্তন ও সংশোধন করার অধিকার রাখে, যা সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত। বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থায় সংসদীয় পদ্ধতি গৃহীত হওয়ার দরুণ আইনসভাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের হাতেই নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। সরকার কর্তৃক শাসনব্যবস্থা পরিচালিত করার ক্ষমতা মহান সংসদের হাতে থাকার কারণে বাংলাদেশে সংসদের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। এর অর্থ হল-আইন ও শাসন প্রণয়নগত সকল বিষয়ে সংসদ কর্তৃক গৃহীত নীতিমালাই প্রযোজ্য হবে এবং তা শাসন বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে। এর ব্যতয় হওয়া সাংবিধানিকভাবে আইন লংঘনের শামিল।

বিচার বিভাগ

বাংলাদেশের সরকার কাঠামোতে বিচার বিভাগ সরকারের সকল প্রকার বিচারিক কার্য সম্পাদন করে থাকে। বিচারিক কার্যের অংশ হিসেবে এই বিভাগটি মূলত: সংবিধান ও আইন অনুযায়ী অপরাধীকে শাস্তি প্রদান করে থাকে ও জনগণের অধিকার রক্ষা করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে থাকে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতার মাধ্যমে আইনের শাসন

প্রতিষ্ঠার বিষয়টি দেশের সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত। সেদিক থেকে বাংলাদেশে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার বিষয়টি সংবিধান কর্তৃক রীতিসিদ্ধ। এ ছাড়া সংবিধান সমুন্নত রেখে বিচার বিভাগ তার বিচারিক কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকে।
উপরিউল্লিখিত সরকারের তিনটি বিভাগের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার রাষ্ট্রের নিরাপত্তা দান, জনগণের অধিকার সংরক্ষণ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, ন্যায়বিচার ইত্যাদি নিশ্চিতকরণসহ সকল প্রকার জনকল্যাণমূলক কার্যাদি করে থাকে। একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সরকারের উপরিউক্ত কার্যাবলি সম্পাদনের অধিকার সংবিধান কর্তৃক প্রণীত। বাংলাদেশের সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারই সংবিধান প্রণয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি ও কৌশল নির্ধারণ করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশ সরকারের কাঠামো চিত্রায়িত করুন।

সারসংক্ষেপ

সরকার যেকোন শাসন ব্যবস্থার মূল চালিকা শক্তি। বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটিরও লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনে সরকারের ভূমিকা অপরিসীম। এ দেশের সরকার ব্যবস্থা চালিত হয় তিনটি অঙ্গের মাধ্যমে। এগুলি হল: আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগ। এই তিনটি বিভাগের কার্যাবলির ওপর সরকারের সফলতা নির্ভর করে। রাষ্ট্রীয় সকল প্রকার জনকল্যাণমূলক কাজ যেমন-রাষ্ট্রের নিরাপত্তা দান, জনগণের অধিকার সংরক্ষণ, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, ন্যায়বিচার ইত্যাদি নিশ্চিত করে থাকে সরকার। এছাড়াও অন্যান্য অনেক কার্যাদি সম্পাদনেও সরকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সরকারের বিভাগ কোনটি?

i. নির্বাচন কমিশন
ii. শাসন বিভাগ
iii. আইন বিভাগ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i. (খ) i. ও ii. (গ) ii. ও iii. (ঘ) কোনটি নয়

২। বাংলাদেশ সরকারের নির্বাহী প্রধান একই সাথে-

i. সংসদ নেতা
ii. মন্ত্রিপরিষদ প্রধান
iii. স্পীকার

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i. (খ) i. ও ii. (গ) ii. ও iii. (ঘ) কোনটি নয়

পাঠ-৫.২ আইন সভা : জাতীয় সংসদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আইন সভা সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- জাতীয় সংসদের গঠন জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	আইন প্রণয়ন, সংবিধান, কক্ষ, ফোরাম, সংখ্যাগরিষ্ঠ, বিল, সম্মতি, রাষ্ট্রপ্রতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, সংসদ সদস্য

বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম প্রধান একটি অঙ্গ হিসেবে আইনসভার গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা আইনসভায় সংসদীয় প্রক্রিয়া অনুসরণের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন করা হয় ও আইন বাস্তবায়নের পথ নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চম ভাগে উল্লিখিত আইনানুসারে বাংলাদেশের আইনসভা হিসেবে জাতীয় সংসদকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন থেকে শুরু করে সকল প্রয়োজনীয় আইন এই জাতীয় সংসদই প্রণয়ন করে থাকে। এদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা চালু থাকায় সংসদই শাসন বিভাগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী যেমন- রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করে থাকে। বাংলাদেশে প্রচলিত রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চার জন্য এই জাতীয় সংসদ হল সরকারের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান।

জাতীয় সংসদের বিবরণ

আইন অনুসারে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ হল এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা। সারাদেশ থেকে নির্বাচিত ৩০০ সংসদ সদস্য এবং সংরক্ষিত ৫০ জন নারী সংসদ সদস্য নিয়ে এই জাতীয় সংসদ গঠিত হয়। পূর্ণ মেয়াদে প্রতি পাঁচ বছর পর পর জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে বাংলাদেশের প্রত্যেক বয়স্কপ্রাপ্ত নাগরিক তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করে থাকে। আর প্রচলিত আইন মেনে বাংলাদেশের যেকোন নাগরিক এই জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে। এই সংসদীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে একজন প্রার্থীর বয়স ৩৫ বছর হতে হবে। পক্ষান্তরে প্রধানমন্ত্রী পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ২৫ বছর হওয়ার শর্ত দেশের সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত। জাতীয় সংসদে কোন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সংসদ সদস্যগণের মতামত গৃহীত হয়। মূলত: জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকারের সম্মুখে সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক তুমুল আলোচনা ও সমালোচনার মাধ্যমে কোন আইন সংসদে পাশ হয়। তবে আইন প্রণয়ন ও সংবিধান সংশোধনের জন্য যথাক্রমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও দুই-তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের সম্মতি থাকতে হয়। এরপর সরকার প্রধান হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও পরিশেষে রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতির লিখিত সম্মতির মধ্য দিয়ে একটি আইনকে কার্যকরি রূপ প্রদান করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের আইন সভার নাম কী? এর গঠন বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের আইন সভা মূলত: আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি বিশেষ করে সংবিধান প্রণয়ন করে থাকে। এ কারণে আইন সভা কর্তৃক প্রণীত আইন কেউই লঙ্ঘন করতে পারে না। যে কারণে বর্তমানকালে বাংলাদেশের আইন সভার কার্যাবলি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। আইন সভা সার্বভৌম হওয়ার কারণে সরকারের অন্য দুটি অঙ্গ সংগঠন থেকে আইন সভা বেশি গুরুত্ব বহন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। জাতীয় সংসদ সম্পর্কে নির্দেশনা রয়েছে সংবিধানের কোন বিভাগে?

(ক) দ্বিতীয় (খ) তৃতীয়

(গ) চতুর্থ (ঘ) পঞ্চম

২। জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য কতটি আসন সংরক্ষিত রয়েছে?

(ক) ৪০ (খ) ৫০

(গ) ৬০ (ঘ) ৭০

পাঠ-৫.৩ জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হবার যোগ্যতা জানতে পারবেন।
- জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	নির্বাচিত, সংবিধান, মৌলিক নীতি, অধিবেশন, স্পীকার, বিল, চূড়ান্ত ব্যাখ্যা।

আইন প্রণয়নের ক্ষমতা একমাত্র জাতীয় সংসদের হাতে ন্যস্ত হওয়ায় বাংলাদেশের সংবিধান কর্তৃক জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলিকে বিস্তৃত করা হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের পঞ্চমভাগে জাতীয় সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। সংবিধানের ৬৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এই প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত সকল ক্ষমতা জাতীয় সংসদের উপর ন্যস্ত। সারাদেশ থেকে নির্বাচিত ৩০০ সংসদ সদস্য এবং সংরক্ষিত ৫০ জন নারী সংসদ সদস্য নিয়ে জাতীয় সংসদ গঠিত হয়। এই সংসদের উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা ও কার্যাবলি নিম্নরূপ:

জাতীয় সংসদের কার্যাবলি

বাংলাদেশের আইনসভার কার্যাবলিসমূহ সংবিধান কতৃক স্বীকৃত। সেগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল–

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি : আইন প্রণয়ন করার কাজটি আইন সভার প্রধান কাজ। বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইন বিভাগ এই কাজটি করে থাকে। এই বিভাগটি নতুন আইন প্রণয়ন ও পুরাতন আইন বাতিলের ক্ষমতা রাখে। বাংলাদেশের আইন সভা কর্তৃক প্রণীত আইন দ্বারাই শাসন বিভাগ শাসনকার্য পরিচালনা করে ও বিচার বিভাগ তার বিচারিক কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে। মূলত: আইনের উৎস হিসেবে এই বিভাগটি তার প্রাধান্য শাসন ব্যবস্থায় সমুন্নত রাখে।

সংবিধান প্রণয়ন ও সংশোধন : বাংলাদেশের আইন সভা সংবিধান প্রণয়ন ও সংশোধন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। দেশের সংবিধান উল্লিখিত দুইটি ক্ষমতাই আইন সভাকে প্রদান করেছে। এক্ষেত্রে আইন সভা সংবিধান সংশোধনকল্পে বিভিন্ন সংবিধান বিশেষজ্ঞদের সাথে পরামর্শ ও প্রয়োজনে গণভোটের সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

বিচার সংক্রান্ত কার্যাবলি : প্রয়োজনের নিরীখে কখনও বাংলাদেশের আইন সভা বিচার সম্পর্কিত কার্যাদিও সম্পাদন করে থাকে। এমনকি রাষ্ট্রপতিও যদি কোন গুরুতর অসদাচরণ করেন তাহলে সংবিধানের ৫২ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে সংসদ তাঁর অভিশংসন অর্থাৎ বিচারিক কাজটি করতে পারবে। আইনসভার সদস্য ও অন্যান্য নির্বাচিত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইন বিভাগ সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাদাতা হিসেবে কাজ করে। নির্বাচন সংক্রান্ত বিরোধের বিচার সংক্রান্ত ব্যাপারেও বাংলাদেশের আইনসভা ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

শাসন বিভাগ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কার্যাবলি : তত্ত্বগতভাবে শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণকল্পে অর্থাৎ শাসন বিভাগের স্বেচ্ছাচারিতা রোধে আইন বিভাগ ভূমিকা পালন করে। তবে রাষ্ট্রভেদে তা ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করতে দেখা যায়। বাংলাদেশের আইন সভা সার্বভৌম হওয়ার দরুণ আইন বিভাগের এ ধরনের ভূমিকা রাখার কথা থাকলেও, ভারসাম্যপূর্ণ শাসন ও প্রশাসনের তাগিদে শাসন বিভাগ আইন বিভাগের হস্তক্ষেপ মুক্ত থাকে। তবে আইন সভা কর্তৃক প্রণীত সাংবিধানিক আইন নির্বাহী বা শাসন বিভাগ মেনে চলতে বাধ্য থাকে। আইন সভা কর্তৃক প্রণীত আইন অমান্য করার অর্থ হল সংবিধানকে অগ্রাহ্য করা।

অর্থ-সংক্রান্ত কার্যাবলি : বাংলাদেশের আইন সভা নানাবিধ অর্থ সংক্রান্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। বিশেষ করে অর্থের অপচয় রোধে আইন সভা গণতান্ত্রিক পদ্ধতির চর্চা করে তা নিয়ন্ত্রণ করে। বাজেট পেশসহ সরকারি আয়-ব্যয়ের পর্যালোচনা, পরবর্তী বছরের ব্যয় বরাদ্দের কাজ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কার্যকর করে তোলে। বাংলাদেশের আইন সভার অনুমতি ছাড়া কর ধার্য বা পুরাতন কর ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস সম্ভব হয় না।

শাসন সংক্রান্ত কার্যাবলি : বাংলাদেশের আইন সভা বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগসহ বিভিন্ন সন্ধি বা চুক্তি অনুমোদন করা, যুদ্ধ ঘোষণা প্রভৃতি শাসন সংক্রান্ত কাজ করে থাকে।

নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যাবলি : বাংলাদেশের আইন সভা নির্বাচন সংক্রান্ত কতকগুলো কাজ সম্পাদন করে থাকে। যেমন, আইন সভার সদস্যদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

প্রতিনিধিত্বশীল কার্যাবলি :
আইন সভার সদস্যগণ নিজ নিজ এলাকার জনগণের সমস্যাবলী সম্পর্কে আইন সভায় আলোচনা করে এবং এসব পর্যালোচনার ওপর ভিত্তি করে আইন সভা আইন প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।
এ সকল কার্যাবলি ছাড়া বাংলাদেশের আইনসভা তদন্ত, বিচারকদের গুরুতর অসদাচরণের বিচারিক কাজ, সরকারের গঠনমূলক সমালোচনাসহ আরও বিভিন্ন ধরনের প্রত্যক্ষ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।
বাংলাদেশের আইন সভার পরোক্ষ কার্যাবলিগুলোও গুরুত্বপূর্ণ। রাজনীতির বৈধকরণ, অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক মতৈক্য সৃষ্টি, দল ও জাতিসমূহের মধ্যকার বিরোধ দূরীকরণ, রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ইত্যাদি নানাবিধ কাজ ও আইনসভা করে থাকে।

বাংলাদেশের আইন সভার কার্যাবলি আলোচনার পর এ কথা বলা যায় যে, আইন সভা সার্বভৌম হওয়ার কারণে এর কার্যাবলি ব্যাপক ও বিস্তৃত। আর তাই আইন সভা অন্য যেকোন দুইটি বিভাগ থেকে গুরুত্বের বিচারে কার্যত এগিয়ে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের আইনসভার পাঁচটি কাজ উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের আইন সভাকে জাতীয় সংসদ বলে আখ্যা দেয়া হয়। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ মূলত: সংসদীয় গণতন্ত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সংসদীয় গণতন্ত্রের মৌলনীতি অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রধান নির্বাহী। জাতীয় সংসদের কার্যাবলি সংবিধান প্রণীত নীতি অনুযায়ী সংঘটিত হয়। আইন প্রণয়ন হলো জাতীয় সংসদের প্রধান কাজ। এছাড়া জাতীয় সংসদ আইন ও শাসন সংক্রান্ত নানাবিধ কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে সরকার পরিচালনায় ভূমিকা পালন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রত্যেক সরকারেরই আইন প্রণয়ন ও সংশোধনের জন্য একটি বিভাগ থাকে। এ বিভাগের সদস্যগণ আবার শাসন বিভাগের রাজনৈতিক অংশও বটে। এ বিভাগটি হল-

i. জাতীয় সংসদ
ii. আইন বিভাগ
iii. আইন পরিষদ
নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i. (খ) i. ও iii. (গ) ii. ও iii. (ঘ) সবকটি

২। কোনটি আইন বিভাগের প্রধান কাজ নয়?

(ক) আইন প্রণয়ন (খ) বিচার সংক্রান্ত
(গ) আইন সংশোধন (ঘ) জবাবদিহিতা

পাঠ-৫.৪ শাসন বিভাগের গঠন ও জবাবদিহিতা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শাসন বিভাগের গঠন-কাঠামো সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	অঙ্গ, সংসদীয়, নামমাত্র, নির্বাহী প্রধান, কার্যবন্টন, জবাবদিহিতা

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র সরকারের যে তিনটি অঙ্গ **সংগঠনে**র ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়, তন্মধ্যে নির্বাহী বিভাগ অন্যতম শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। কেননা, রাষ্ট্র ব্যবস্থার সর্বোচ্চ পদ দুটি অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এই নির্বাহী বিভাগের অন্তর্ভূক্ত। বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থভাগে নির্বাহী বিভাগ অর্থাৎ শাসন বিভাগের গঠন ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কিত সাংবিধানিক আইন লিপিবদ্ধ আছে।

শাসন বিভাগের কাঠামো

রাষ্ট্রপতি : শাসন বিভাগের কার্যক্রম মহামান্য রাষ্ট্রপতির নামে সম্পন্ন হয়। সংসদীয় সরকার পদ্ধতি চালু থাকায় রাষ্ট্রপতি প্রকৃত অর্থে নামমাত্র শাসক। রাষ্ট্রের প্রকৃত প্রশাসনিক ক্ষমতা সরকার প্রধান অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর উপর ন্যস্ত থাকে। তবে রাষ্ট্রের প্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতি সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দ্বারা। এই সংসদই যে কোন বড় ধরনের ব্যর্থতার জন্য রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে। রাষ্ট্রপতি মূলতঃ অলঙ্কারিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সংসদীয় প্রথা অনুযায়ী তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়।

প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদ :

সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী গ্রহণের ফলে বাংলাদেশে যে নির্বাহীর উদ্ভব ঘটে তা হল সংসদীয় নির্বাহী। এখানে প্রধানমন্ত্রীর প্রাধান্য নিশ্চিত করার জন্য নানাবিধ ব্যবস্থা সংবিধানভূক্ত হয়। এই ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত ও অনুমোদিত না হলে কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে, সরকার প্রধান হিসেবে বাংলাদেশের বর্তমান নির্বাহী ক্ষমতা মূলত: প্রধানমন্ত্রীর ওপরই ন্যস্ত রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের প্রধান থাকেন। মন্ত্রিপরিষদ তার সকল কর্মকান্ডের জন্য প্রধানমন্ত্রীর নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে। কেননা, প্রধানমন্ত্রী হলেন সংসদ নেতা।

অ্যাটর্নি জেনারেল :

অ্যাটর্নি জেনারেল নির্বাহী বিভাগের বা সরকারের পক্ষে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের বিচারিক কর্মকান্ডে প্রধান কুশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে থাকে।

প্রশাসন ও স্থানীয় প্রশাসন :

দেশের সকল প্রশাসন ও স্থানীয় প্রশাসন নির্বাহী বিভাগের অধীনে থাকে। মূলত: নির্বাহী আদেশ বলে আইনের বাস্তবায়ন করাই তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা

বাংলাদেশে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকায় আইন সভা বা জাতীয় সংসদের ভূমিকা ও কার্যাবলি বিস্তৃত হয়েছে। আর এ কারণে জাতীয় সংসদ রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। আইন সভায় মূলত: জাতীয় সংসদের সদস্যরাই উপস্থিত থাকে এবং তাদের নিয়েই সরকার গঠিত হয়। শাসন বিভাগের আইন বাস্তবায়নকারী অংশ অর্থাৎ মন্ত্রী পরিষদের প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসনের কাজ করে থাকে। এ কারণে তিনি জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজন হয়ে থাকেন। তবে বাংলাদেশ সংবিধানের ৫৫ (৩) নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মন্ত্রিসভা যৌথভাবে সংসদের নিকট

দায়ী থাকে। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দকে শাসন বিভাগের যাবতীয় কর্মকান্ডের জন্য জাতীয় সংসদের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। জবাবদিহিতার এই বিষয়টি বিদ্যমান থাকায় সরকারকে সদা জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত থাকতে হয়। অনেকক্ষেত্রে, সরকারের ভুল-ত্রুটি শুধরে দিতেও জাতীয় সংসদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা হল বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীসহ অন্যান্য কর্মকতারা তাঁদের ওপর অর্পিত কাজ সঠিকভাবে সম্পাদন করছেন কিনা সে ব্যাপারে সংসদ বা আইন সভায় অবহিত করা। মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের ওপর অর্পিত কার্যক্রম যদি জনগণের প্রতিকূলে যায়, সেক্ষেত্রে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ জাতীয় সংসদ করে থাকে। এছাড়া শাসন বিভাগকে সদা সতর্ক রাখার মধ্য দিয়ে জাতীয় সংসদ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে শাসন বিভাগকে জবাবদিহি করে থাকে। সংসদ কখনও প্রশ্ন উত্থাপন করে মন্ত্রীদের কার্যাবলির হিসাব নিয়ে থাকে। শাসন বিভাগ কর্তৃক আয় ও ব্যয়ের হিসাব গ্রহণ করে ও নির্দেশনা দিয়ে আইন বিভাগ শাসন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এভাবে জাতীয় সংসদ জাতীয় তহবিলের রক্ষক ও অভিভাবক হিসেবে কাজ করে।

কখনও বা সংসদ একাধারে মূলতবি বা নিন্দা প্রস্তাব এনে শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে থাকে। সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আলোচনা করে শাসন বিভাগ তথা সরকারের যাবতীয় কার্যাবলি সম্পর্কে আলোচনা ও সমালোচনা করে থাকে। এসব আলোচনা ও সমালোচনার দ্বারা শাসন বিভাগ পরবর্তী কার্যাবলি সম্পর্কে সতর্ক হয়ে থাকে। জাতীয় সংসদে গঠিত স্থায়ী কমিটিগুলো মন্ত্রণালয় বা শাসন বিভাগের ওপর অর্পিত নির্ধারিত কার্যসমূহের ব্যাপারে সুপারিশ প্রদান করে শাসন বিভাগকে কার্যকরি জবাবদিহিতামূলক করে তোলে। এছাড়া সংসদ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার পতন ঘটানোর নীতির মাধ্যমে শাসন বিভাগকে জবাবদিহি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে; কিন্তু বাংলাদেশ সংবিধানের ৭০ নং অনুচ্ছেদের কারণে বাংলাদেশ সংসদ সে কাজটি করতে পারে না। বস্তুত: সংসদ কর্তৃক শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতিই হল শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা।

শিক্ষার্থীর কাজ	শাসন বিভাগের জবাবদিহিতা কীভাবে নিশ্চিত করা যায়?

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বিশেষ করে সংবিধান প্রণীত আইন শাসন বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী শাসন বিভাগের অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় এই বিভাগ ক্ষমতার দিক দিয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী। শাসন বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলি বিস্তর। তবে শাসন বিভাগও জবাবদিহিতার বাইরে নয়। প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবৃন্দকে শাসন বিভাগের যাবতীয় কর্মকান্ডের জন্য জাতীয় সংসদের নিকট জবাবদিহি করতে হয়। জবাবদিহিতার এই বিষয়টি বিদ্যমান থাকায় সরকারকে সদা জনগণের কল্যাণে নিয়োজিত থাকতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। শাসন বিভাগের নির্বাহী প্রধান কে?

(ক) রাষ্ট্রপতি (খ) প্রধানমন্ত্রী (গ) মন্ত্রী (ঘ) স্পীকার

২। শাসন বিভাগের কাজ-

i. শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা ii. বাজেট প্রণয়ন iii. বিচার সংক্রান্ত

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i. (খ) i. ও ii. (গ) ii. ও iii. (ঘ) সবকটি

পাঠ-৫.৫ রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও কার্যাবলি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির অবস্থান জানতে পারবেন।
- রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত হবেন।
- রাষ্ট্রপতির প্রধান প্রধান কার্যাবলি বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	রাষ্ট্রপতি, পরামর্শ, সর্বাধিনায়ক, বাণী, অধিবেশন, ক্ষমা, অভিসংশন

রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সাংবিধানিক প্রধান। রাষ্ট্রপতি সম্পর্কিত বিধানসমূহ বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ অংশের ৪৮-৫৪ অনুচ্ছেদে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। নিয়মমাফিক রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত এবং তিনি সংবিধান ও আইন বলে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশ সরকারের যাবতীয় কার্যাদি রাষ্ট্রপতির নামে সম্পাদিত হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ ভাগের ১ম পরিচ্ছেদে রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও কার্যাবলি নির্ধারিত আছে। বাংলাদেশে সাংবিধানিকভাবে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত এবং এ দেশকে প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এ সকল কারণেই রাষ্ট্রপতি দেশের প্রধান নির্বাহী; কিন্তু অলঙ্কারিক প্রধান। রাষ্ট্রপতিকে দায়িত্ব পালনের অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শ করতে হয়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পাঁচ বছরের জন্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রবিরুদ্ধ কর্মকান্ডের জন্য সংসদ রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসনের মুখোমুখি করতে পারে।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলি

বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৮ (৪) অনুসারে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স্ক বাংলাদেশের যেকোন নাগরিক নির্দিষ্ট আইনের আওতায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হতে পারেন। তাঁকে অবশ্যই সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে। এছাড়া এই সংবিধানের আওতায় তিনি কখনও এই পদ থেকে অপসারিত হননি এই শর্তটিও পূরণ করতে হবে। তবে উল্লেখ্য যে, রাষ্ট্রপতি থাকাকালীন সময়ে তিনি কখনই জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।
বাংলাদেশের সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে নানাবিধ ক্ষমতা প্রদান করেছে-

শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা

রাষ্ট্রের প্রধান হওয়ায় সরকারের সকল কার্যাদি রাষ্ট্রপতির নামে সম্পাদিত হয়। প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও তিনি অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রীকে নিয়োগ প্রদান করেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে তিনি প্রধান বিচারপতি, এটর্নি জেনারেল, সুপ্রিম কোর্টের বিচারক, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার, মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য সদস্যদের নিয়োগ দান করে থাকেন। তিনি বাংলাদেশে নিযুক্ত হাইকমিশনার ও রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্র গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা বিভাগের সর্বাধিনায়ক।

সংসদ ও আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতি জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহবান করে। নতুন সংসদের প্রথম অধিবেশন ও প্রতি নতুন বছরের অধিবেশনের সূচনায় ভাষণ প্রদান করেন। তিনি সংসদে বাণী প্রদান, সংসদ অধিবেশন মূলতবি ও প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে সংসদ ভেঙেও দিতে পারেন। কোন বিল সংসদে পাশ হলে তা সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয়। সংসদ ভেঙে দেয়া হলে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করে আইন তৈরি করতে পারেন যা সংসদে আইন হিসেবে গণ্য হয়।

বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা :

বিচারিক ক্ষমতার অংশ হিসেবে সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কোন আদালত, ট্রাইবুনাল বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত শাস্তি মার্জনা, স্থগিত, বিলম্বিত ও হ্রাস করতে পারেন।

অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা :

আর্থিক ক্ষমতার অংশ হিসেবে সরকারি ব্যয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট যেকোন বিল রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতিত সংসদে পেশ করা যাবে না।

প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ক্ষমতা :

রাষ্ট্রপতি দেশের সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে স্থল, জল ও আকাশ পথে আক্রমণের ক্ষেত্রে তিনি তা প্রতিরক্ষার জন্য এই সকল বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে যেকোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক: বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক হিসেবে তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সম্মানসূচক পদক বা খেতাব প্রদান করে থাকেন। তাঁর অনুমতি ব্যতিত দেশের কোন নাগরিক বিদেশী কোন খেতাব বা সম্মান গ্রহণ করতে পারেন না। এ সকল ক্ষমতার বাইরে তিনি রাষ্ট্রদূত প্রেরণ ও গ্রহণ করেন।

রাষ্ট্রপতির ওপর বর্তানো কাজের অংশ হিসেবে তিনি সকল জাতীয় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীসহ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের দায়িত্বপূর্ব শপথ বাক্য পাঠ করান।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি একটি অলঙ্কারিক পদ-বিশ্লেষণ করুন।

সারসংক্ষেপ

রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে তিনি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরের সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে অবস্থান করেন। বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির কার্যকর কোন ক্ষমতা না থাকলেও তিনি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসেবে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজে অভিভাবক হিসেবে গুরু দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পদটি প্রধানমন্ত্রী পদের পরিপূরক নয়; তবে প্রধানমন্ত্রীর কাজে সহায়ক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান কে?

(ক) স্পীকার (খ) প্রধানমন্ত্রী

(গ) রাষ্ট্রপতি (ঘ) সংসদ নেতা

২। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি-

i. সাংবিধানিক প্রধান

ii. অলংকারিক

iii. নামমাত্র প্রধান

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) i, ii ও iii (ঘ) সবকটি

পাঠ-৫.৬ প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা, ক্ষমতা ও কার্যাবলি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পদমর্যাদা জানতে পারবেন।
- প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সংখ্যাগরিষ্ঠ, মন্ত্রিপরিষদ, সংসদ নেতা, উপদেষ্টা, প্রজাতন্ত্র, শাসন বিভাগ, পরামর্শদাতা।

প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার প্রধান। সংবিধানের ৫৫ ও ৫৬ নং ধারা মতে, প্রধানমন্ত্রী পদায়িত হবেন মন্ত্রিপরিষদের শীর্ষে। তিনি তাঁর মন্ত্রিপরিষদের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী নির্বাচন করবেন। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গঠিত মন্ত্রিসভা তাদের কার্যাবলীর জন্য যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকবেন। সংবিধান অনুসারে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রকৃত নির্বাহী। জাতীয় সংসদের নির্বাচনের পর সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মনোনীত ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দান করেন। প্রধানমন্ত্রী নিয়োগকালীন সময়ে সংসদের যে সদস্যের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্যের সমর্থন রয়েছে মর্মে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রতীয়মান হবে, উক্ত সদস্যকে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ প্রদান করবেন।

প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি রাষ্ট্রের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রধান পরিষদ অর্থাৎ মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন এবং এর মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্রের সকল প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকেন। জাতীয় সংসদের নেতা ও মন্ত্রিপরিষদের প্রধান হিসেবে আইন প্রণয়ন থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সর্বাধিক। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী শাসন বিষয়ক, আইন বিষয়ক, নিয়োগ সংক্রান্ত, বাজেট সংক্রান্ত বিবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকেন। সংবিধানের ৫৬ ধারা অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের কমপক্ষে ৯০ শতাংশ সদস্য জাতীয় সংসদ সদস্যের মধ্য থেকে থেকে নিয়োগ প্রদান করবেন। এছাড়া বাইরে থেকে ১০ শতাংশ সদস্য তিনি মন্ত্রিসভায় যোগ করতে পারবেন। তবে শর্ত হল, এ সকল ব্যক্তিদেরকে অবশ্যই জাতীয় সংসদ পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্যতা থাকতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের 'রুলস অব বিজনেস' অনুযায়ী 'প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা' পদেও নিয়োগ দিতে পারেন।

প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি :

সংসদীয় পদ্ধতির শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত থাকায় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শাসন ক্ষমতার মধ্যমণি। তাঁকে কেন্দ্র করেই প্রজাতন্ত্রের সকল শাসন ও প্রশাসন পরিচালিত হয়। বাংলাদেশের সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলি সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা করা হয়েছে।

নির্বাহী বা শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা :

সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি শাসন সংক্রান্ত সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও শাসনকার্য পরিচালনায় নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন। তিনি মন্ত্রীদের নিয়োগ দেন ও তাঁদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করেন।

আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা :

যেকোন আইন প্রণয়নে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃত্বশীল ও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। তাঁর মতামত অনুযায়ী সংসদে আইন উত্থাপিত ও পাশ হয়।

অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা :

প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী অর্থমন্ত্রী বাজেট প্রণয়ন ও তা সংসদে পেশ করেন। তাঁর পরামর্শের আলোকে দেশের রাষ্ট্রপতি প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহে অর্থ মঞ্জুরী প্রদান করেন।

সংসদ পরিচালনা সংক্রান্ত ক্ষমতা: প্রধানমন্ত্রী সংসদের নেতা হওয়ার দরুণ মহামান্য রাষ্ট্রপতি তাঁর পরামর্শক্রমে সংসদের অধিবেশন আহবান ও ভেঙে দিতে পারেন। জাতীয় সংসদের পবিত্রতা ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য তিনি স্পীকারকে সহযোগিতা করেন।

দলের নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী :

প্রধানমন্ত্রী নিজ দলের ও দলীয় সংসদীয় দলের নেতা। তিনি সংসদ ও সংসদের বাইরে দলের নীতি-নির্ধারণ ও দলীয় শৃঙ্খলা আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া বিরোধী দলের সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপনেও কার্যকরি ভূমিকা রাখেন।

এ সকল কাজের বাইরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির পরামর্শদাতা হিসেবে, পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ, রাষ্ট্রীয় কাজে সমন্বয়কারী, জরুরি অবস্থা মোকাবেলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী পদের গুরুত্ব বেশি হবার কারণ ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। দেশে সংসদীয় ব্যবস্থা চালু থাকায় তিনি অনন্য ক্ষমতা ও মর্যাদার অধিকারী। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের মধ্যমণি। কেননা তিনি ক্ষমতায় থাকলেই কেবল মন্ত্রিপরিষদ থাকবে। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদের টিকে থাকাও প্রধানমন্ত্রীর ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান হিসেবে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রের কর্ণধার, মুখপাত্র ও জনগণের নেতা হিসেবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কোন বিভাগের প্রধান?

(ক) বিচার বিভাগ (খ) শাসন বিভাগ

(গ) অর্থ বিভাগ (ঘ) কোনটি নয়

২। প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ দেন কে?

(ক) প্রধান বিচারপতি (খ) স্পীকার

(গ) দলীয় প্রধান (ঘ) রাষ্ট্রপতি

৩। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নিচের কোন দায়িত্ব পালন করেন-

i. বিদেশে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন

ii. বাজেট প্রণয়নে পরামর্শ দেন

iii. মন্ত্রিপরিষদের নেতৃত্ব দেন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৭ বিচার বিভাগ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের বিচার বিভাগের কাঠামো সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বিচার বিভাগের কার্যাবলি ও ভূমিকা বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	ন্যায়বিচার, আশ্রয়, ব্যাখ্যাদাতা, বিচারপতি, সংবিধান, মৌলিক অধিকার অধস্তন আদালত।

রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের মধ্যে বিচার বিভাগ অন্যতম। নাগরিকের অধিকার রক্ষা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করার জন্য বাংলাদেশের বিচার বিভাগ শেষ আশ্রয় হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশের বিচার বিভাগ মূলত: দুই ভাগে বিভক্ত উচ্চতর বিচার বিভাগ (সুপ্রিম কোর্ট) ও অধস্তন বিচার বিভাগ (নিম্ন আদালতসমূহ)। সুপ্রিম কোর্ট দেশের সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে হাইকোর্ট বিভাগ ও আপীল বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত হয়। সুপ্রিম কোর্ট প্রধান বিচারপতি ও প্রত্যেক বিভাগের বিচারপতিদের সমন্বয়ে গঠিত হয়। এসকল বিচারকবৃন্দ বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন। বাংলাদেশ সংবিধানের ৯৪ নং ধারা অনুযায়ী প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিদেরকে নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পাদন করে থাকেন। বাংলাদেশ সংবিধানের ষষ্ট বিভাগে বিচার বিভাগের কাঠামো, মর্যাদা এবং কার্যাবলি সম্পর্কিত বিধান লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

বিচার বিভাগের কাঠামো :

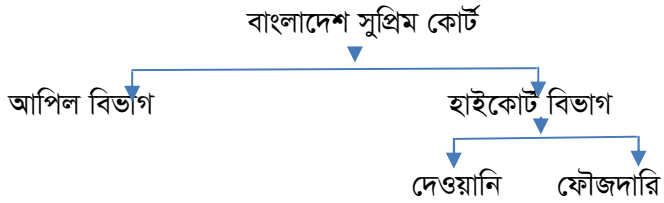

বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার শীর্ষে রয়েছে সুপ্রিম কোর্ট এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভার সালিশি আদালত। প্রতিটি জেলায় রয়েছে জেলা জজের আদালত ও সেশন জজের আদালত। এছাড়াও রয়েছে সহকারী জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত। জেলা জজ আদালত আবার দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের সমন্বয়ে গঠিত।
সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় কাজ করে থাকে। প্রধান বিচারপতি ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগকৃত নির্ধারিত সংখ্যক বিচারপতি নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত।

বাংলাদেশে আইনের বিধান অনুযায়ী অধস্তন আদালত প্রতিষ্ঠার বিষয়টি স্বীকৃত। রাষ্ট্রপতি এসব অধস্তন আদালতের বিচার বিভাগের পদে বা বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব প্রদানকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। দেশের সকল অধস্তন আদালত সুপ্রিম কোর্টের নিয়ন্ত্রণাধীন।

বিচার বিভাগের কাজ :
বিচার বিভাগ সংবিধান রক্ষা, আইন প্রণয়নের সময় সাংবিধানিক মূলনীতির কোন ব্যত্যয় হয়েছে কিনা তার পর্যালোচনা করে থাকে। এছাড়া রাষ্ট্রের মধ্যে কোথাও আইন লংঘিত হলে তার বিচারিক কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। হাইকোর্ট বিভাগ বিচারকার্য পর্যালোচনার ক্ষমতার অধিকারী। যেকোন ব্যক্তির মামলার বা আবেদনের প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট বিভাগ

প্রজাতন্ত্রের যেকোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ওপর সংবিধানে প্রদত্ত যেকোন মৌলিক অধিকার কার্যকর করার নির্দেশনা বা আদেশ জারি করতে পারে। হাইকোর্ট জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ রক্ষা ও বাস্তবায়নের একটি সোপান হিসেবে কাজ করে। তবে এই অধিকারসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট যদি দেখতে পায় যে, কোনও আইন মৌলিক অধিকার বা সংবিধানের অন্য যে কোন অংশের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ, তাহলে সে আইনের ততটুকু অকার্যকর ঘোষণা করতে পারে। কোম্পানি, এ্যাডমিরালটি, বিবাহ সংক্রান্ত বিষয়, ট্রেডমার্ক ইত্যাদি সংক্রান্ত মামলার ক্ষেত্রেও হাইকোর্টের মৌলিক নির্দেশনা রয়েছে। নিম্ন আদালতে বিচারাধীন কোনও মামলার ক্ষেত্রে যদি সংবিধানের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত আইনের প্রশ্ন বা জনগুরুত্বপূর্ণ কোনও বিষয় দেখা দেয়, তাহলে হাইকোর্ট সে মামলা অধস্তন বা নিম্ন আদালত থেকে প্রত্যাহার করে তার নিষ্পত্তি করতে পারে।

হাইকোর্ট বিভাগের আপিল বিবেচনা ও পর্যালোচনার এখতিয়ার রয়েছে। হাইকোর্ট প্রদত্ত কোনও রায়, ডিক্রি, আদেশ বা দন্ডাদেশের সঙ্গে বাংলাদেশ সংবিধানের ব্যাখ্যার ব্যাপারে আইনের প্রশ্ন জড়িত থাকে, তাহলে ওই সব রায়, ডিক্রি, আদেশ বা দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আপিল দায়ের করা যাবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	সুপ্রিম কোর্টকে সংবিধানের ব্যাখ্যাকারী বলার কারণ কী?

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ সংবিধান মোতাবেক বিচার বিভাগ অত্যন্ত মর্যাদাশীল আসনে প্রতিষ্ঠিত। আইনের শাসনকে সমুন্নত রেখে বিচার বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে থাকে। জনগণের মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার সংরক্ষণ করে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে অটুট রাখে বিচার বিভাগ। বাংলাদেশের বিচার বিভাগ সুপ্রিম কোর্ট, অধস্তন আদালতসমূহ ও প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল নিয়ে গঠিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বিচারক নিয়োগ করেন-

(ক) রাষ্ট্রপতি (খ) প্রধানমন্ত্রী

(গ) প্রধান বিচারপতি (ঘ) স্পীকার

২। বাংলাদেশের বিচার বিভাগের অংশ-

i. জেলা জজ আদালত

ii. হাইকোট

iii. সহকারী জজ আদালত

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i. (খ) ii. (গ) i., ii. ও iii. (ঘ) কোনটি নয়

পাঠ-৫.৮ বিচার বিভাগ ও আইনের শাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আইনের শাসন কী বলতে পারবেন।
- আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	নীতি, মীমাংসা, অভিযোগ, বিচারকার্য, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ, ট্রাইব্যুনাল, মূলনীতি

গণপ্রজাতান্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের মাধ্যমে জনগণের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। ফলে বাংলাদেশে প্রতিটি নাগরিকের সম্পত্তি, মর্যাদা, স্বাধীনতা ও জীবন রক্ষার সকল দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে। রাষ্ট্রের এ দায়-দায়িত্ব পালনের জন্য প্রথমেই যেটি প্রয়োজন সেটি হল সকলের জন্য সমান আইন প্রণয়ন এবং তার সঠিক প্রয়োগ। এই ধারণা থেকেই মূলত: আইনের শাসনের বিষয়টি রাষ্ট্র চিন্তায় গুরুত্বপূর্ণ। আইনের শাসন হল রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিবিশেষ, যেখানে সরকারের সকল ক্রিয়া-কর্ম আইনের অধীনে পরিচালিত হয় এবং সেখানে আইনের স্থান সবকিছুর উর্ধ্বে। ব্যবহারিক ভাষায় আইনের শাসনের অর্থ এই যে, ক্ষমতাসীন সরকার সর্বদা আইন অনুযায়ী কাজ করবে, যার ফলে রাষ্ট্রের যেকোন নাগরিকের কোনো অধিকার লঙ্ঘিত হলে সে তার প্রতিকার পাবে। মোট কথা, আইনের শাসন তখনই বিদ্যমান থাকে, যখন সরকারি ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অনুশীলন আদালতের পর্যালোচনাধীন থাকে, যে আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার অধিকার সকল নাগরিকের সমান। আইন প্রয়োগের চূড়ান্ত দায়িত্বটি অর্পিত হয়েছে বিচার বিভাগের উপর। বিচার বিভাগ রাষ্ট্রের মধ্যে যদি আইনের লংঘন হয় তাহলে বিদ্যমান আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি, সংঘ ইত্যাদির অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে থাকে। বিচার বিভাগ যাতে বিনা বাধায় সকল নাগরিকের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে সে লক্ষ্যে বিচার বিভাগকে স্বাধীনতা প্রদান করা হয়েছে।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকা :

বিচার বিভাগ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় নিম্নোক্ত কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

- আইন তৈরীর সময় বাংলাদেশ সংবিধানের কোন মূলনীতির লংঘন করেছে কিনা, আইন বিভাগের এ কাজটিকে বলা হয় বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা।
- কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির অধিকার লংঘিত হলে তার বিচারিক দায়িত্ব সম্পাদন করা।
- রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তির কোন অধিকার সংক্রান্ত অভিযোগ আদালতে উত্থাপিত হলে তার মীমাংসাপূর্বক রায় প্রদান করা।
- রাষ্ট্রের যেকোন অংশে অগণতান্ত্রিক হস্তক্ষেপ হলে তার বিচারিক রায় প্রদান করা। এছাড়াও বিচার বিভাগ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজস্ব কাঠামোর মধ্যে যেকোন ধরনের অভিযোগ উত্থাপিত হলে তার বিচারিক কার্য সম্পাদন করে থাকে।

যেহেতু সংবিধানের মূলনীতি অনুযায়ী নাগরিকের মৌলিক অধিকার সমুন্নত রাখার দায়িত্ব বিচার বিভাগের, সেহেতু কোনো ব্যক্তির এই অধিকার ক্ষুণ্ন হলে তিনি আইনের আশ্রয় নিতে পারবেন। এভাবে বিচার বিভাগ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংবিধান প্রদত্ত নাগরিকের মৌলিক অধিকারসমূহ, যেমন--জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার, চলাফেরার অধিকার, সমাবেশের স্বাধীনতা, চিন্তা, বিবেক ও বাক স্বাধীনতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, ধর্ম সংক্রান্ত স্বাধীনতার অধিকার ইত্যাদি রক্ষা করে থাকে।

বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে প্রহরায় আটকে রাখা যাবে না। গ্রেফতার হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যেই নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করতে হবে। সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতিরেকে এর অতিরিক্ত সময় কোন ব্যক্তিকে আটকে রাখা যাবে না। বিচার বিভাগ কর্তৃক আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার এটি অন্যতম একটি পর্যায়। দেশের

সকল নাগরিককে সমান চোখে দেখা আইনের শাসনের আরও একটি মৌলিক দিক। এক্ষেত্রে কোন রকম বর্ণ, শ্রেণি, ধর্ম বা লিঙ্গের ভিত্তিতে বঞ্চিত করা যাবে না। কেউ যদি এই উপায়ে বঞ্চিত হয়, সেক্ষেত্রে তিনি আইনের আশ্রয় নিতে পারবেন।

বিচার বিভাগ কর্তৃক জনগণের মৌলিক অধিকার পূরণের ক্ষেত্রে প্রথমেই যে শর্তটি মেনে চলতে হবে, তা হলো বিচার বিভাগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজন বিচার বিভাগকে সরকারের নির্বাহী বিভাগ থেকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত রাখা। শাসন বিভাগ যেন বিনা বিচারে কোন বিচারককে অপসারণ করতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া বিচারকদের পর্যাপ্ত বেতন-ভাতাদি প্রদান, দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার মাপকাঠিতে বিচারক নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। বিচারকদের কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য জরুরি।

শিক্ষার্থীর কাজ	মৌলিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের ভূমিকা আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বিচার বিভাগ সরকারের অন্যতম একটি অঙ্গ। এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা আইন বিভাগ প্রণীত আইন বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে বিচার বিভাগ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে থাকে। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মূল দায়িত্বটি বহুলাংশে বিচার বিভাগের হাতে। বিচার বিভাগ মূলত: আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। আইনের বাস্তবায়ন করে-

i. বিচার বিভাগ

ii. আইন বিভাগ

iii. শাসন বিভাগ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) সবকটি

২। আইনের দৃষ্টিতে সমান এর অর্থ হল-

(ক) নিরপেক্ষতা (খ) লিঙ্গভেদ

(গ) বর্ণভেদ (ঘ) ব্যক্তি বিশেষ

পাঠ-৫.৯ বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে অবগত হবেন।
- প্রশাসনিক কাঠামোর কার্যাবলি জানতে পারবেন।
- প্রশাসনিক কাঠামোর কার্যসম্পাদন প্রক্রিয়া জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	বিন্যাস, আন্ত:সম্পর্ক, কল্যাণমূলক মন্ত্রিপরিষদ, দাপ্তরিক সচিবালয়, স্থানীয় প্রশাসন।

প্রশাসনকে রাষ্ট্র বা সরকার ব্যবস্থার হৃৎপিন্ড বলে আখ্যা দেয়া হয়। কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে সামষ্টিকভাবে কর্মের সুষ্ঠু পরিচালনাকে প্রশাসন বলা হয়। সেদিক থেকে প্রশাসন হল সামষ্টিক কাজের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা ও বিন্যাস। বাংলাদেশ এককেন্দ্রিক সরকার কাঠামোর অধীনে সংসদীয় সরকার ব্যস্থার ওপর গঠিত একটি রাষ্ট্র। বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো সরকার পদ্ধতির নির্দেশনা ও কার্যকরণের সহমতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কেননা, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকার পদ্ধতি প্রদর্শিত নীতিমালা ব্যতিরেকে প্রশাসনিক কাঠামো নির্মাণ ও সে অনুযায়ী প্রশাসনিক কার্যাদি সম্পন্ন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য সমগ্র প্রশাসন ব্যবস্থাকে বিভিন্ন কাঠামোর মধ্যে ভাগ করা হয়েছে। এই ভিন্নমাত্রিক প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বজায় রেখে পারস্পরিক সহযোগিতা, সমন্বয় সাধন ও দায়-দায়িত্ব অর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি শাসনের কাজটি করে থাকে। বাংলদেশ মূলত এককেন্দ্রিক সরকার কাঠামো দ্বারা পরিচালিত হয়। অর্থাৎ এদেশে একটি কেন্দ্রীয় সরকারই জনগণের পক্ষে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করে থাকে। রাষ্ট্রের সকল প্রকার প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য সরকার পুরো দেশটিকে কেন্দ্র এবং মাঠ প্রশাসনের বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগে ভাগ করেছে। যেমন- সরকারের কেন্দ্রে একটি সচিবালয়, ৭টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা এবং প্রায় পাঁচশতটি উপজেলায় পুরো দেশটিকে ভাগ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের নিরাপত্তা বিধান ও কল্যাণমূলক নাগরিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধিও তা বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা রয়েছে। এই স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্থানীয় শাসন ও প্রশাসন পরিচালিত করে।

কেন্দ্রীয় প্রশাসন বা সরকার:

কেন্দ্রীয় সরকার বলতে মূলত সরকারের তিনটি বিভাগ যথা: (ক) আইন বিভাগ, (খ) শাসন বিভাগ ও (গ) বিচার বিভাগকে বোঝানো হয়। সকল ধরনের আদালত সংক্রান্ত কার্যাবলি উচ্চ আদালত দেখভাল করে তার নিজস্ব কাঠামোর মধ্যে। জাতীয় সংসদ আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ করে এবং তার নিজস্ব সচিবালয়ের মাধ্যমে দাপ্তরিক কার্যাবলি সম্পাদন করে। রাষ্ট্রের সকল প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য রাজধানী ঢাকায় একটি কেন্দ্রীয় সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এই সচিবালয়ের মাধ্যমেই রাষ্ট্রের সকল কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়। রাষ্ট্রের বৈদেশিক সম্পর্ক থেকে শুরু করে বাংলাদেশের সকল অঞ্চলের সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যকার কার্যাবলি পরিচালনার জন্য এই সচিবালয় মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। আইন অনুসারে দেশের রাষ্ট্রপতি এই প্রশাসনিক দপ্তরের প্রধান এবং তাঁর নামেই সকল কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। তবে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকায় প্রধানমন্ত্রী প্রকৃত প্রধান হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রীর মাধ্যমে এই সচিবালয়ের সকল কাজকর্ম পরিচালনা করে থাকে। একজন মন্ত্রিপরিষদ সচিব যিনি রাষ্ট্রের স্থায়ী প্রশাসনের প্রধান, প্রধানমন্ত্রীকে সকল কাজের দাপ্তরিক প্রধান হিসেবে সহযোগিতা করে থাকেন। কেন্দ্রীয় প্রশাসন রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিপরিষদ, সচিবালয়, মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অন্যান্য শাখাসমূহে বিস্তৃত।

স্থানীয় প্রশাসন বা সরকার :

সরকারের প্রবর্তিত নীতিসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় পর্যায়ে নিযুক্ত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারি কর্তৃক এলাকাভিত্তিক শাসন ব্যবস্থাকে স্থানীয় প্রশাসন বলে। স্থানীয় প্রশাসন কর্তৃপক্ষ সরকারের নির্দেশে এবং প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীনে দায়িত্ব পালন করে। স্থানীয় প্রশাসন প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ঠ যারা, তারা সকলেই সরকারী কর্মচারী। স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে সরকারের নীতি ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়।

মূলত: নাগরিকের প্রতি বাংলাদেশ সরকারের দায়-দায়িত্বপালনের জন্য এবং স্থানীয় প্রশাসনিক কাজ যুগোপযোগি করার জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে তিন স্তরে ভাগ করা হয়েছে। এগুলি হল বিভাগ, জেলা ও উপজেলা। বাংলাদেশ সরকারের কেন্দ্রের পরই বিভাগীয় প্রশাসনের স্থান। বিভাগীয় কমিশনার বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান। তিনি বিভাগের অন্তর্গত জেলাসমূহের তত্ত্বাবধান করে থাকেন। বিভাগের পর জেলা হচ্ছে স্থানীয় সরকারের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। জেলা প্রশাসক জেলা প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু। জেলা প্রশাসক জেলার সকল কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। জেলার পর মূলতঃ সর্বশেষ স্তর হল উপজেলা প্রশাসন। উপজেলা প্রশাসনের প্রধান হলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। তিনি সরকারি নির্দেশনা বাস্তবায়ন করে থাকেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসন কাঠামো বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

প্রশাসনিক কাঠামোর ওপর কোন রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন নির্ভর করে। এ কারণে প্রশাসনকে রাষ্ট্র ব্যবস্থার হৃৎপিন্ড বলা হয়। সরকারি কাজের সুষ্ঠু পরিচালনা প্রশাসনের মাধ্যমে করা হয়। এ কারণে প্রশাসনিক কাঠামো অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হয়। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রশাসন সকল ক্ষেত্রে তৃণমূল সমস্যার সমাধানে যথেষ্ঠ নয়। সে জন্য কেন্দ্রীয় প্রশাসনের লক্ষ্য বাস্তবায়নের তাগিদে স্থানীয় প্রশাসন বিন্যাস করা হয়েছে। যা জনগণের দ্বার প্রান্তে সেবা পৌঁছে দিয়ে জনকল্যাণ করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য

i. এককেন্দ্রিক
ii. দুইস্তর বিশিষ্ট
iii. রাষ্ট্রপতি শাসিত

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) i ও ii (গ) i ও iii (ঘ) ii ও iii

২। বাংলাদেশের স্থানীয় প্রশাসনের কয়টি স্তর?

(ক) একটি (খ) দুইটি
(গ) তিনটি (ঘ) চারটি

পাঠ-৫.১০ কেন্দ্রীয় প্রশাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কাঠামো জানতে পারবেন।
- কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কার্যপ্রক্রিয়া বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	সরকার, প্রশাসনিক কার্যক্রম, সচিবালয়, দায়িত্বপ্রাপ্ত, বরাদ্দ, কার্যবিধি।

বাংলাদেশ একটি এককেন্দ্রিক সরকার কাঠামোভিত্তিক রাষ্ট্র হওয়ায় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সকল প্রশাসনিক ক্ষমতা ন্যস্ত। রাজধানী ঢাকা থেকে সারাদেশের প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার সুবিধার্থে সারা দেশকে বিভিন্ন প্রশাসনিক এককে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। তবে সকল প্রশাসনিক কর্মকান্ড পরিচালনার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কেন্দ্রীয় সচিবালয়। কেন্দ্রীয় সচিবালয়ের সকল প্রশাসনিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রপতির নামে রাষ্ট্রের সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীপরিষদের কার্যকরি প্রধান হিসেবে সকল কার্য পরিচালনা করে থাকেন। প্রধানমন্ত্রীর অধীনে থাকেন মন্ত্রীগণ এবং মন্ত্রীদের অধীনে থাকেন রাষ্ট্রের স্থায়ী প্রশাসন অর্থাৎ সচিবগণ। সচিব হলেন বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার অরাজনৈতিক প্রশাসনিক প্রধান। এই সচিবদের অধীনে থাকেন অন্যান্য সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী। এই সচিবালয় বিভিন্ন দফতর, বিভাগ, উপবিভাগের মাধ্যমে জনগণের কল্যাণে সকল ধরণের সরকারী কাজকর্ম পরিচালনা করে থাকে। সারাদেশের মাঠ প্রশাসনের নেতৃত্ব মূলত এই সচিবালয় হতেই দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের কাঠামো নিম্নরুপ:

রাষ্ট্রপতি

▼

প্রধানমন্ত্রী

▼

মন্ত্রী

▼

সিনিয়র সচিব

▼

সচিব

▼

অতিরিক্ত সচিব

▼

যুগ্ম-সচিব

▼

উপ-সচিব

▼

সিনিয়র সহকারী সচিব

▼

সহকারী সচিব

মন্ত্রণালয়: মন্ত্রণালয় শাসন বিভাগের কার্য নির্বাহের জন্য জাতীয় পর্যায়ে গঠিত সরকারের প্রশাসনিক ইউনিট। ১৯৯৬ সালের কার্যবিধিতে সুনির্দিষ্ট সরকারি কার্য সম্পাদনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ও সরকার কর্তৃক ঘোষিত কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশাসনিক ইউনিটকে মন্ত্রণালয়/বিভাগ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। বিভাগ বা কতিপয় বিভাগের সমন্বয়ে গঠিত প্রশাসনিক ইউনিটকে মন্ত্রণালয় হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। যার প্রধান হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিভাগে বা মন্ত্রণালয়ে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী থাকবেন। সরকারের কার্যাবলি বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে বণ্টন করা হয়। সরকারি কার্যবণ্টনের দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওপর ন্যস্ত। প্রত্যেকটি মন্ত্রণালয় বা বিভাগের অধীনে রয়েছে অধিদপ্তর, অধীনস্থ দপ্তর এবং কতিপয় আধা সরকারি সংস্থা।

সচিবালয়: সচিব হলেন মন্ত্রণালয় বা বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান। তিনি এর প্রশাসন, নিয়ম-শৃঙ্খলা ও ন্যস্ত যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করেন। সচিব মন্ত্রণালয় বা বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর ও অধীনস্থ অফিসসমূহে কার্যবিধি অনুযায়ী কার্যাদি সম্পন্ন হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে তদারকি করেন এবং এ সকল বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে অবহিত করেন। এছাড়া সচিব সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরসমূহের মধ্যে বরাদ্দকৃত অর্থ বাজেট ও প্রচলিত হিসাববিধি অনুযায়ী ব্যয় হওয়ার বিষয়টিও তদারক করে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কার্যাদি সম্পাদনের তাগিদে প্রয়োজনীয় উপাত্ত, তথ্য ও উদাহরণ সংগ্রহ, পরীক্ষা, বিশ্লেষণ ও সমন্বয়ের দায়িত্বও পালন করেন সংশ্লিষ্ট সচিব। সর্বোপরি, একজন সচিব অধীনস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে অর্পিত ক্ষমতা বন্টন এবং মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কার্যসম্পাদনের ধরণ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ও স্থায়ী আদেশও প্রদান করে থাকেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	কেন্দ্রিয় প্রশাসনের কার্যপ্রণালী ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের সরকার কাঠামো এককেন্দ্রিক। এই এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা চালিত হয় সচিবালয়ের মাধ্যমে। প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে তা আবার বিভিন্ন প্রশাসনিক এককে বিভক্ত। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের মন্ত্রণালয়ে দুটি অংশ থাকে। মন্ত্রী হল মন্ত্রণালয়ের রাজনৈতিক নির্বাহী প্রধান ও সচিব হল মন্ত্রণালয় বা বিভাগের অরাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রধান। বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসনিক কার্যাবলির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী। রাষ্ট্রপতির নামে রাষ্ট্রের সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হয় এবং প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীপরিষদের কার্যকরি প্রধান হিসেবে সকল কার্য পরিচালনা করে থাকেন। মন্ত্রীদের অধীনে থাকেন রাষ্ট্রের স্থায়ী প্রশাসন অর্থাৎ সচিবগণ এবং সচিবালয় থাকে প্রধানমন্ত্রীর অধীনে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড কার নামে পরিচালিত হয়?

(ক) মন্ত্রী (খ) প্রধানমন্ত্রী

(গ) রাষ্ট্রপতি (ঘ) স্পীকার

২। কেন্দ্রিয় প্রশাসনের কর্মকর্তা হল-

i. বিভাগীয় কমিশনার

ii. সহকারী সচিব

iii. অতিরিক্ত সচিব

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও iii (খ) ii ও iii (গ) i, ii ও iii (ঘ) কোনটি নয়

পাঠ-৫.১১ সচিবালয় : গঠন ও কার্যাবলি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সচিবালয়ের গঠন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- সচিবালয়ের কার্যক্রম বলতে পারবেন।
- সচিবালয়ের কার্যপ্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	কেন্দ্রবিন্দু, পদসোপান, কার্যতালিকা, নীতি প্রণয়ন, তদারকি, সমন্বয়, কার্যবিধি, মূল্যায়ন।

বাংলাদেশকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য প্রয়োজন একটি শক্তিশালী ও দক্ষ প্রশাসন। এ প্রশাসনিক কাজ-কর্ম পরিচালনার জন্য সরকারের একটি সচিবালয় রয়েছে। এই সচিবালয়ের মাধ্যমেই বাংলাদেশের সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা হয়ে থাকে। সচিবালয় দেশের গোটা প্রশাসন ও সরকারি কর্মকান্ডের নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র। মূলত: সচিবালয়েই সরকারের অধিকাংশ নীতি-নির্ধারিত সংস্থা প্রতিস্থাপিত। সচিবালয়ে প্রধানত দুই ধরণের দাপ্তরিক প্রধান থাকেন। যথা- রাজনৈতিক নির্বাহী প্রধান অর্থাৎ মন্ত্রী এবং প্রশাসনিক প্রধান অর্থাৎ সচিব। সচিবদের উপরই রাষ্ট্রের সকল কার্য পরিচালনা করার দায়িত্ব বর্তায়। মাঠ পর্যায়ের সকল সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাধ্যমে সরকারের যাবতীয় নীতিমালার বাস্তবায়ন করার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে সচিবদের উপর। এ কারণে সচিবালয় একটি সুসংগঠিত কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ সচিবালয় যথাক্রমে সিনিয়র সচিব, সচিব, অতিরিক্ত সচিব, যুগ্ম সচিব, উপসচিব, সিনিয়র সহকারী সচিব ও সহকারী সচিব ইত্যাদি পদসোপান অনুযায়ী বিন্যস্ত।

সংবিধানের ৫৫ (৬) অনুচ্ছেদে অর্পিত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতির জারি করা আদেশে কার্যবিধি অনুসারে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে মধ্যে দায়িত্ব বন্টন হয়। অধিকন্তু, সরকারি কার্যবিধির ৪ (১০) ধারার আওতায় প্রস্তুত 'সচিবালয় নির্দেশাবলী' নামে আরেকটি পৃথক দলিলের মাধ্যমে সচিবালয় ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগে সরকারি কাজকর্ম সম্পাদনের ধরণ নির্ধারিত হয়। সচিবালয়ের কার্যাবলি নানাবিধ, যেমন- নীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়নাধীন পরিকল্পনাগুলির মূল্যায়ন, জাতীয় সংসদে দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রে মন্ত্রিদের সহায়তা প্রদান, শীর্ষ পর্যায়ে কর্মকর্তা ব্যবস্থাপনা এবং প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন ইত্যাদি। যেহেতু সচিব হলেন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান, সেহেতু তিনি এর প্রশাসন, নিয়ম-শৃঙ্খলা ও ন্যস্ত যাবতীয় কর্মকান্ড পরিচালনা করেন। সচিবালয় মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর ও অধীনস্ত অফিসসমূহে কার্যবিধি অনুযায়ী কার্যাদি সম্পন্ন হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে তদারকি করে এবং এ সকল বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে অবহিত করে। সচিবালয় সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরসমূহের মধ্যে বরাদ্দকৃত অর্থ বাজেট ও প্রচলিত হিসাববিধি অনুযায়ী ব্যয় হওয়ার বিষয়টিও তদারক করে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কার্যাদি সম্পাদনের তাগিদে প্রয়োজনীয় উপাত্ত, তথ্য ও উদাহরণ সংগ্রহ, পরীক্ষা, বিশ্লেষণ ও সমন্বয়ের দায়িত্বও পালন করে সংশ্লিষ্ট সচিবালয়। সর্বোপরি, সচিবালয় অধীনস্ত কর্মকর্তাদের মধ্যে অর্পিত ক্ষমতা বন্টন এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যসম্পাদনের ধরণ সম্পর্কিত সুস্পষ্ট ও স্থায়ী আদেশও প্রদান করে থাকে।

প্রশাসনিক নীতিমালা অনুযায়ী সচিবালয়ের নির্দিষ্ট কিছু কার্যাবলি তুলে ধরা হল :

নীতি নির্ধারণ :

সচিবালয় হল সরকারের যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষেত্র। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব হলেন মন্ত্রীর উপদেষ্টা ও পরামর্শ দাতা। তিনি সরকারি নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রীকে সকল প্রয়োজনীয় তথ্য ও উপাত্ত সরবরাহ করেন। সিদ্ধান্ত গ্রহণে মন্ত্রী সচিবের মতামতকে গুরুত্ব প্রদান করেন।

হিসাব-নিকাশ পরীক্ষা :
হলেন মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা। তিনিই মন্ত্রণালয়ের সকল হিসাব-নিকাশ পরীক্ষা করেন।

সরকারি নীতি বাস্তবায়নে সমন্বয় :

সরকারি নীতি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা, সচিবালয় সে বিষয়ে সমন্বয় সাধন করে। এক্ষেত্রে একজন সচিব নীতি বাস্তবায়নের সমস্যা নির্ধারণ, বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন ও সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেন।

সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন :

সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ও সংযুক্ত অফিস-দপ্তর রয়েছে। সচিবালয় এসব অফিস বিভাগের সাথে যোগাযোগ করে, প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান এবং তথ্য আদান-প্রদান করে থাকে।

এছাড়া একজন মন্ত্রীকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ, সংসদে তা উত্থাপন ও বক্তব্য প্রস্তুত করতে সহযোগিতা প্রদানসহ নানাবিধ প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকেন। জনগণের কল্যাণ সাধন, দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির বিষয়টি সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা, নিষ্ঠা ও সততার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের কেন্দ্রিয় সচিবালয় এর একটি চিত্র তুলে ধরুন।

সারসংক্ষেপ

সচিবালয় হল বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু। প্রশাসনিক সংগঠনের পদসোপানে সচিবালয়ের স্থান সর্বোচ্চ। সচিবালয় মন্ত্রীকে তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ ও পরামর্শ দিয়ে মন্ত্রণালয়ের কাজকে এগিয়ে নিয়ে থাকে। এছাড়া মন্ত্রীকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ, সংসদে তা উত্থাপন ও বক্তব্য প্রস্তুত করতে সহযোগিতা প্রদানসহ নানাবিধ প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। সচিবালয় মন্ত্রণালয় চালনার অন্যতম প্রশাসনিক ব্যবস্থা হিসেব কাজ করে। সচিবালয়ের সাহায্য সহযোগিতা ব্যতিত মন্ত্রণালয় কোন কার্যাবলি সম্পাদন করতে পারে না। বস্তুত প্রশাসনিক নীতি-নির্ধারণ ও তার বাস্তবায়নে এই অরাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানটি গোটা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনকে চালিত করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কেন্দ্রিয় প্রশাসনের অতিগুরুত্বপূর্ণ কাঠামোর নাম-
(ক) অধিদপ্তর (খ) দপ্তর
(গ) সচিবালয় (ঘ) পরিদপ্তর

২। সচিবালয়ে কাজ হল-
i. নীতি নির্ধারণ
ii. হিসাব নিকাশ পরীক্ষা
iii. নীতির সমন্বয়
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) i, ii ও iii (ঘ) কোনটি নয়

পাঠ-৫.১২ বিভাগীয়, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বিভাগীয় প্রশাসন সম্পর্কে অবগত হবেন।
- জেলা প্রশাসন সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- জেলা প্রশাসনের কার্যাবলি বলতে পারবেন।
- উপজেলা প্রশাসনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	প্রশাসনিক দপ্তর, বিকেন্দ্রীকরণ, আইনশৃংখলা, অবকাঠামো উন্নয়ন, ভূমি ব্যবস্থাপনা, খাজনা, কর, বিচারক, নিষ্পত্তি।

বাংলাদেশ নাগরিকদের কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য সমগ্র দেশকে মোট ৭টি বিভাগ, ৬৪টি জেলা ও ৪৮৬টি উপজেলায় ভাগ করে নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক এই কাঠামোয় কয়েকটি গ্রাম নিয়ে তৈরী হয় একটি ইউনিয়ন পরিষদ। কিছু ইউনিয়ন পরিষদ নিয়ে গঠিত হয় একটি উপজেলা পরিষদ। একাধিক উপজেলা পরিষদ নিয়ে তৈরী হয় একটি জেলা এবং একইভাবে কয়েকটি জেলা নিয়ে গঠিত হয় একটি বিভাগ। এই বিভাগই মূলত কেন্দ্রীয় সচিবালয় ও জেলা প্রশাসনের মধ্যকার সমন্বয়কারীর কাজটি করে থাকে। বিভাগীয় কমিশনার হলেন প্রশাসনিক এই এককের প্রশাসনিক প্রধান। একজন যুগ্মসচিব পর্যায়ের অভিজ্ঞ কর্মকর্তা বিভাগীয় প্রধান অর্থাৎ বিভাগীয় কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করে থাকে। অন্যদিকে জেলা বিভাগ ও উপজেলার মধ্যে সমন্বয়ের কাজটি করে থাকে। একটি জেলার মধ্যে সকল ধরনের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা, কর আদায় এবং উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার দায়দায়িত্ব বর্তায় জেলা প্রশাসনের হাতে। একজন ডেপুটি কমিশনার এই প্রশাসন এককের প্রধান।

জেলা প্রশাসনের কার্যাবলি :

ডেপুটি কমিশনার বা জেলা প্রশাসক হল জেলা প্রশাসনের প্রাণ। তাকে কেন্দ্র করেই জেলার সকল কার্যপ্রণালি চালিত হয়। জেলার প্রধান হিসেবে জেলা প্রশাসকের কার্যসমূহ নিম্নরূপ:

প্রশাসন সংক্রান্ত কাজ: জেলা প্রশাসক জেলার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে বাংলাদেশ সচিবালয় গৃহীত স্থানীয় শাসন সম্পর্কিত সিদ্ধান্তসমূহ তিনি তার অধস্তন কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে থাকেন। নির্দিষ্ট সময় শেষে কার্য সম্পাদনের প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট সচিবালয়ে প্রেরণ করেন।

আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কাজ: জেলার শান্তি আনয়নের লক্ষ্যে ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় জেলা প্রশাসক তার অধীনস্থ পুলিশ বাহিনীকে কাজে লাগান। এছাড়াও শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা ও নিরাপত্তার খাতিরে তিনি অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, সহকারি কমিশনার ও পুলিশ তত্ত্বাবধায়কের সহযোগিতা নিয়ে থাকেন।

রাজস্ব সংক্রান্ত কাজ: জেলা প্রশাসক হলেন রাজস্ব আদায়ের প্রধান ব্যক্তি। তিনি ভূমি রাজস্ব, জলকর ও অন্যান্য রাজস্ব আদায় করে থাকেন। তিনি রাজস্ব আদায়কারীরূপে ভূমি রেজিস্ট্রেশন, বন্টন, নাম খারিজ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকেন। এছাড়া ভূমি দখল, উচ্ছেদ ও পদ্ধতিগত অন্যান্য বিষয়ে বিবাদের নিষ্পত্তি করে থাকেন।

উন্নয়নমূলক কাজ : জেলার কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ও শিক্ষা প্রভৃতি উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক তদারকির দায়িত্ব পালন করে থাকে। মূলত: সরকার কর্তৃক গৃহীত সকল প্রকার উন্নয়নমূলক কর্মসূচি জেলা প্রশাসন গ্রহণ করে ও বাস্তবায়ন করে।

সমন্বয় সংক্রান্ত কাজ : জেলা প্রশাসক জেলার অভ্যন্তরে অবস্থিত সকল দপ্তরের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে কার্যগত সমন্বয় সাধন করে থাকেন। এছাড়া জেলার মধ্যকার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের নিমিত্তে তিনি গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে থাকেন।

স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত কাজ: উপজেলা, থানা ও ইউনিয়ন পরিষদ জেলার অধীনে থাকায় জেলা প্রশাসক স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত কাজসমূহ বাস্তবায়নের প্রধান তত্ত্বাবধায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। এসব প্রতিষ্ঠানগুলো সরকার প্রদত্ত বিধানগুলো মেনে কাজগুলি সম্পন্ন করছে কিনা সে বিষয়ে তিনি তদারকি করেন।
বিচারিক কাজ: জেলা প্রশাসক একজন প্রথম শ্রেণির বিচারক হিসেবে ফৌজদারী মামলার বিচার করে থাকেন। তিনি দুই বছরের কারাদন্ড ও এক হাজার টাকা জরিমানা করার ক্ষমতা রাখেন।
এগুলি ছাড়াও জেলার অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন দপ্তর ও সংস্থার তত্ত্বাবধানমূলক কাজ, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক ও মানবতামূলক বিভিন্ন ধরনের কার্যাবলি একজন জেলা প্রশাসক সম্পাদন করে থাকেন।

উপজেলা প্রশাসনের কার্যাবলি :

উপজেলা প্রশাসন বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোর সর্বশেষ স্তর। উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা প্রশাসনের মধ্যমণি এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। ২০০৮ সালের জারিকৃত অধ্যাদেশ অনুযায়ী তিনি উপজেলা পরিষদের সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। উপজেলা পরিষদের কার্যাবলি বলতে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যাবলিকেই বুঝিয়ে থাকে। তার কার্যাবলি নিম্নরূপ:

সরকারি নির্দেশের বাস্তবায়ন:

জেলা প্রশাসকের তত্ত্বাবধানে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সরকারি নির্দেশ বাস্তবায়ন করে থাকেন। কেন্দ্র থেকে সরকারি নির্দেশ সর্বপ্রথম জেলা প্রশাসকের নিকট আসে এবং সেখান থেকে প্রাসঙ্গিক কাজগুলো উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে হস্তান্তর করা হয়।

উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সহায়তা প্রদান:

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উপজেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সমন্বয় করে তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে থাকেন।
অর্থ সংক্রান্ত কার্যাবলি: উপজেলার রাজস্ব ও বাজেট প্রশাসন তদারক সংক্রান্ত কাজ করা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার অন্যতম কাজ।

শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা:

উপজেলার শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব নির্বাহী কর্মকর্তার ওপর বর্তায়। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার তাগিদে প্রয়োজনে তিনি ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা পর্যন্ত জারি করার ক্ষমতা রাখেন।

শিক্ষামূলক কাজ:

নির্বাহী কর্মকর্তা সরকারের প্রাথমিক, বাধ্যতামূলক ও গণশিক্ষা এবং দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে থাকেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোর ওপর তিনি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা কার্যক্রমকে সমুন্নত রাখেন।
এ সকল গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি ছাড়াও তিনি সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়ন, উন্নয়নমূলক কাজের তদারকি, দূর্যোগকালীন দায়িত্ব পালন, নির্বাচনকালীন নানাবিধ দায়িত্ব পালন করে উপজেলা প্রশাসনের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে থাকেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	উপজেলা প্রশাসনের গুরুত্ব লিখুন

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের গোটা শাসন ব্যবস্থা বিশেষ করে স্থানীয় শাসনব্যবস্থা তিনটি স্তরে বিভক্ত। এগুলো হলো বিভাগ, জেলা ও উপজেলা। এই ব্যবস্থায় বিভাগ প্রদত্ত নির্দেশনা জেলাকে মেনে চলতে হয়। জেলা প্রদত্ত নির্দেশনা উপজেলা প্রশাসনকে মেনে চলতে হয়। এর মাধ্যমে প্রশাসনে ভারসাম্যমূলক অবস্থা বিরাজ করে। তবে বিভাগ প্রদত্ত নির্দেশনা জেলার প্রধান নির্বাহী হিসেবে জেলা প্রশাসক ও উপজেলার প্রধান নির্বাহী হিসেবে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সম্পাদন করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। স্থানীয় প্রশাসনে সর্বনিম্ন স্তর কোনটি?

(ক) বিভাগীয় প্রশাসন (খ) জেলা প্রশাসন

(গ) উপজেলা প্রশাসন (ঘ) ইউনিয়ন পরিষদ

২। জেলা প্রশাসকের পদমর্যাদা সাধারণত-

(ক) যুগ্ম-সচিব (খ) সহকারী সচিব

(গ) সিনিয়র সহকারী সচিব (ঘ) উপ-সচিব

৩। উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা পরিষদের মুল পার্থক্য হল-

i. নির্বাচিত

ii. রাজনৈতিক

iii. স্থায়িত্ব

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.১৩ স্থানীয় প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সম্পর্ক

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	নিবিড় সম্পর্ক, বিকেন্দ্রীকরণ, নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, আশা-আকাঙ্খা, প্রতিনিধি, জনকল্যাণ।

কোন দেশের উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভর করে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সাথে মাঠ প্রশাসনের নিবিড় সম্পর্কের ওপর। যেহেতু, মাঠ ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের উপর বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত, সেহেতু বাংলাদেশের উন্নয়ন উভয় প্রশাসনের সমন্বয়ের ওপর নির্ভর করে। এ কারণে বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামোয় কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সারা দেশের মানুষের নিরাপত্তা, রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ও সেবা পৌঁছে দিতে সরকারকে প্রতিনিয়ত প্রচুর কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। এজন্যই সরকারকে সারা দেশে স্থানীয় প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। বাংলাদেশ সরকার বিকেন্দ্রীকরণের নিয়ম মেনে বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং এই প্রশাসনের মধ্যে সম্পর্ক বজায় রেখে শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকে।

মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন মূলত কেন্দ্রীয় সরকার প্রণীত নিয়ম-নীতি বাস্তবায়ন করে থাকে। এ ক্ষেত্রে মাঠ প্রশাসনের সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের সুসম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। তাদের মধ্যকার সমন্বয়হীনতা প্রশাসনিক কাজের সফলতার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে উঠতে পারে। তবে কখনও কখনও কর্মকর্তাগণের মধ্যকার কর্মবন্টন প্রক্রিয়া যথোপযুক্ত না হওয়ার দরুন প্রশাসনিক কাজে স্থবিরতা লক্ষ্য করা যায়। এই কারণে প্রশাসনের এই দুই স্তরের মধ্যকার নিবিড় সম্পর্ক থাকা জরুরি।

রাজনৈতিক উন্নয়নের তাগিদে মাঠ প্রশাসন ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের মধ্যকার সুসম্পর্ক থাকা দরকার। রাজনৈতিক উন্নয়ন হল জাতি গঠনে অনুকূল রাজনৈতিক সংগঠন, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সৃষ্টি, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ ও স্থিতিশীল পরিবেশ রক্ষা করা। রাজনৈতিক উন্নয়ন ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় ও মাঠ প্রশাসনের সম্পর্ক থাকা জরুরি।

রাষ্ট্র যন্ত্রের মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে প্রশাসন ব্যবস্থা। যে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা জনগণের যত কাছাকাছি, সে দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্খা তত বেশি পূরণ হয়। কেননা এর মাধ্যমে প্রশাসন ব্যবস্থা থেকে মাঠ পর্যায়ে সেবা পৌঁছানো সম্ভব হয়। মাঠ পর্যায়ে সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে মাঠ প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে জনকল্যাণ নিশ্চিত করা সহজ হয়েছে।

বাংলাদেশের মাঠ প্রশাসন তিনটি স্তরে বিভক্ত, এগুলো হচ্ছে, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন। বিভাগীয় নির্দেশনা মোতাবেক জেলা প্রশাসনের কার্যাদি ও জেলা প্রশাসনের নির্দেশনা মোতাবেক উপজেলা পরিষদের কার্যাদি সংগঠিত হয়। কর্মকর্তাদের এই কার্যপ্রক্রিয়ায় কোন ধরনের জটিলতা লক্ষ্য করা গেলে সেক্ষেত্রে জাতীয় সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের মাধ্যমে ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের দ্বারা উপজেলা পর্যায়ের সকল ব্যবধান হ্রাস করা হয়। এর মাধ্যমে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের মধ্যকার যোগাযোগ রচিত হয়।

জনগণের অংশগ্রহণ গণতান্ত্রিক শাসনের অন্যতম শর্ত। উপজেলা বা ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনের সাথে জনগণের অংশগ্রহণ সম্ভব হয়। এর মাধ্যমে মাঠ প্রশাসনও শক্তিশালী হয়। আর তা কেন্দ্রীয় প্রশাসন কর্তৃক

দারুণভাবে গৃহীত হয়। এভাবে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় স্থানীয় প্রশাসনের সাথে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের নিবিড় সম্পর্ক রচিত হয়। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্নয়ন স্থানীয় ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সম্পর্কের উপর দারুণভাবে নির্ভরশীল।

শিক্ষার্থীর কাজ	কেন্দ্রিয় প্রশাসন ও স্থানীয় প্রশাসনের সম্পর্কে আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যকার সম্পর্ক নিবিড় হওয়ার দরুণ নিয়মমাফিক সকল প্রকার কর্মকান্ড সম্পাদিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের বর্তমান উন্নয়ন মূলত: সাধিত হয়েছে এই দুটি প্রশাসনিক স্তরের মধ্যকার সুসম্পর্কের মধ্য দিয়ে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হয় শাসন ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে। স্থানীয় প্রশাসনের প্রতিনিধিগণ কেন্দ্রীয় প্রশাসনের অংশীদারিত্ব গ্রহণের মাধ্যমে জনগণের চাওয়া-পাওয়াকে কেন্দ্রিয় প্রশাসনে উত্থাপনের মাধ্যমে তার প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকে। এর মাধ্যমে এই দুইটি প্রশাসনের মধ্যকার সম্পর্ক আরো গাঢ় হয়, যা জনকল্যাণের সহায়ক হিসেবে দেখা দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। স্থানীয় ও কেন্দ্রিয় প্রশাসনের সমন্বিত রূপ হল-

(ক) আইন বিভাগ (খ) শাসন বিভাগ

(গ) বিচার বিভাগ (ঘ) কোনটি নয়

২। স্থানীয় ও কেন্দ্রিয় প্রশাসনের সমন্বয় করেন?

(ক) মন্ত্রী (খ) সচিব

(গ) স্পীকার (ঘ) প্রধান বিচারপতি

৩। প্রশাসনের মূল লক্ষ্য হল-

i. জনগণের সেবা করা

ii. শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা

iii. অর্থনৈতিক কর্মকান্ড তদারকি করা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) সবকটি

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

১। 'ক' রাষ্ট্রটি দীর্ঘ সংগ্রাম ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে। নির্বাহী প্রধান রাষ্ট্রের নাগরিকদের সকল অধিকার নিশ্চিত করার জন্য দেশটিতে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করে। তিনি বলেন সরকারের ক্ষমতার মালিক হবে জনগণ। জনগণকে অধিকতর সেবা পৌঁছে দেবার জন্য প্রশাসনিক কাঠামো তৈরি করলেন। সেখানে বিভিন্ন স্তরে সরকারি কার্যালয়গুলোকে জনগণের দোর গোড়ায় পৌঁছে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিভাগের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীদেরকে জনগণের নিকট দায়বদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্য একটি বিভাগের মাধ্যমে সরকারের সকল কর্মকাণ্ড এবং জনগণের ন্যায্য অধিকার সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা আইনের মাধ্যমে তা বলবৎ করার বিধান রাখা হয়েছে।

ক. সরকারের কয়টি বিভাগ থাকে?
খ. প্রশাসনিক কাঠামো কি? এটি সাধারণত কোন বিভাগের?
গ. উদ্দীপকের আলোকে সরকারের তিনটি বিভাগের সমন্বয় সম্পর্কে আলোচনা করুন।
ঘ. উদ্দীপকে একটি বিভাগের মাধ্যমে শাসন বিভাগের জবাবদিহিতার কথা বলা হয়েছে। এই জবাবদিহিতা কীভাবে নিশ্চিত করা হয়? আলোচনা করুন?

২। গ্রাম এলাকায় একজন শিক্ষক ছাত্রদেরকে সচিবালয় সম্পর্কে পড়াচ্ছিলেন। তিনি ছাত্রদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তাঁদের কেউ কখনো উপজেলা প্রশাসনে গিয়েছে কিনা? ছাত্রদের অনেকেই বলল গিয়েছে। তাঁরা সেখানে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের সাইনবোর্ড দেখেছে। সে প্রেক্ষিতে শিক্ষক বলল বাংলাদেশ সচিবালয়ও অনেকটা এ রকমই। সেটি হল বিভিন্ন দপ্তরের কেন্দ্রিয় দপ্তর বা মন্ত্রণালয়। যার সাচিবিক দায়িত্বে থাকেন সচিবগণ। অর্থাৎ কেন্দ্রিয় সচিবালয়েরই স্থানীয় একটি রূপ হল উপজেলা প্রশাসন।

ক. বাংলদেশ সরকারের প্রধান কে?
খ. বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো দুটি স্তর কী কী?
গ. উদ্দীপকের আলোকে বাংলাদেশ সচিবালয় সম্পর্কে আলোচনা করুন।
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে কেন্দ্রিয় প্রশাসন ও স্থানীয় প্রশাসনের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১	ঃ	১। গ	২। খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২	ঃ	১। খ	২। খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩	ঃ	১। খ	২। খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪	ঃ	১। খ	২। ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫	ঃ	১। গ	২। গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৬	ঃ	১। খ	২। ঘ	৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৭	ঃ	১। ক	২। গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৮	ঃ	১। গ	২। ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৯	ঃ	১। খ	২। গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১০	ঃ	১। গ	২। খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১১	ঃ	১। গ	২। গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১২	ঃ	১। গ	২। ঘ	৩। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১৩	ঃ	১। খ	২। ক	৩। ঘ